নাটক

নাটকের নাম:- ঘুঘু যোনা

তোমার লাক সগাকে নমস্কার!

বক্তা: আজি তোমারলার সামনত একটা সত্যিকারের ঘটনা কবার চাই। তাইলে শোনেন মন দিয়া। একটা মানষি ছিল, উয়ার নাম ঘুঘু। ঘুঘু তা ঘুঘুরে মতোন উয়ার চাল চলন। উয়ার প্যেটে প্যেটে এতো বুদ্ধি, কওয়ায় না যায়। মনে হয় এইবাদেই উয়ার নাম ঘুঘু থুইসে। তা এই ঘুঘুর আর আর একটা নাম আছে, সেইটা হইলেক যোনা। কিন্তুক উয়ায় ভবিষ্যদ্বক্তাও ছিলো। তো একদিন ঈশ্বর উয়াক কইলেকঃ

ঈশ্বরের রব: ঘুঘু! তুই নিনেভে নামের জাগাটাত যা, ওটে যায়া মোর বাক্য পরচার কর, কারণ উমার মাজত মুই নানা নাকানের খারাপ কান্ড দেখা পাছো।

যোনা/ ঘুঘু: (যোনা মনে মনে কছে) মুই ওই নিনেভে শহরোত যাবার নাও। মুই পালে যাইম তাও ওটেকোনা যাইম না। এই ভ্যান আলা ভাই মোক এনা জাফা বন্দরোত থুইয়া আয়তো। কয়টাকা নিবু ক। (রিক্সার পেপু আওয়াজ)

ভ্যান আলা: ১০০ টাকা নাগিবে।

যোনা/ ঘুঘু: ঠিক আছে তাড়াতাড়ি চালাও।

(জাগাজের ঘাঁটি পৌছি গেইসে)

হেলপার: ভাইয়ের ঘর, স্পেনের জাহাজ এলায় ছাড়ি দিবে, ভাইয়েরা যায় যায় স্পেন যাবার চান, তাড়াতাড়ি টিকিট কাউন্টার থাকি টিকিট কাটি নিয়া আইসো।

যোনা/ ঘুঘু:: (মনে মনে)হ্যাঁ, মুই স্পেন পালে যাও, ওটেকোনায় ভাল থাকিম। ও ভাই মোক একটা টিকিট দেন।

(এই ন্যেও তোমার টিকিট)

এইবার বাচিনু! বাপরে বাপ! মুই একেবারে জাহাজের মাথাত যায়া একেনা শান্তিতে নিন পারিম।

(কিছুক্ষণ পর)

ঈশ্বরের রব: (একটা বড় ধরনের ঝড়ের শব্দ)

মেল্লা মানুষ: ওমার নিজের দেবতাগুলাক ডাকাডাকি করেছে, কান্দিবার ধইরছে। উমরা জাহাজের ভিতোরোত যতুল্লা বোকছা, বুকিছ আছিল সউক ফেলে দিল।

(যোনা ফির আগোতে জাহাজের ডোগাত যায়া শুতি নিন গেইছে, মরনের নিন পারছে।)

জাহাজের ক্যাপ্টেন: এই বাবাজি এইংকা ঝড়ত তুই কেমন করি নিন পারিছিস, উঠ, উঠিয়া তোর দেবতাক তুই ডাকাও, হয়ত তোর ডাকে হামরা বাচিবার পারিমো।

যাত্রীলা: (সগায় কওয়া কওয়ি করেছে) আইসো হামরা লটারি করি, কার বাদে এই বিপদ।

হ্যাঁ, হ্যা চলো চলো, লটাড়ি হউক।

(লটারি খেলার শব্দ)

একটা যাত্রী: যোনা নাম কার ভাই?

যোনা/ ঘুঘু:: মোরে নাম যোনা।

একজন যাত্রী: ভাই তোরে নাম তো লটারিত উঠিছে, এই ঝড়ের কারণ তো তুই।

যাত্রীর দ্বিতীয়জন: তুই হামাক কও এইলা বিপদের বাদে দায়ি কায়। তুই কি কাম করিস? কোঠে থাকি আসিলু? কোন দেশ থাকি আসছিস? কোন জাতির লোক তুই?

যোনা/ ঘুঘু:: মুই ইবরানি। মুই ঈশ্বরের আরাধনা কর। উঁয়ায় সাগর আর মাটি বানাইছে। ঈশ্বর মোক নিনেভে যাবার কইছে, কিন্তু মুই পালে স্পেন যাছো।

যাত্রীর একজন: তুই এইলা কি করছিস বায়? ঝড় এলা আরও বেশি । হামরা এলা কি করিমো?

যোনা/ ঘুঘু: মুই জান মোর দোষে এই ভীষন ঝড় তোমার উপরোত আইসোছে। তোমরা মোক এই সাগোরের জলত ফ্যেলে দেও। তাতে সমুদ্রের উপর থাকি এই ঝড় থামি যাইবে।

নাবিক: না, হামরা হাকাউ একজন মাইনষোক ফ্যেলে দিয়া দোষের ভাগি হবার পামো না। হামরা হামার সউগ শক্তি দিয়া চেষ্টা করিমো সবাকে বাঁচেবার।

অন্য নাবিক: ওস্তাত ঝড় তো আরও জোড়ে আইসোছে, হামরা তো সবায় মরি যামো, তার বদলে একজন মাইষোক ফেলে দেই। সেইটায় ভাল হইবে।

নাবিক: হামরা তোক ফ্যেলে দিছি, কিন্তু হামাক ঝোন দোষী করা না হয়। হে প্রভু! এই মানষিটার মরনের কারণে যাতে হামার মরন না হয়। এ্যাকজন নিদোর্ষ মানষির মরনের কারণে হামাক দোসি করিস না। কারণ তুই তো তোর ইচ্ছা মত করিছিস।

সবাই: ধররে ধর ।(ফেলে দেবার শব্দ)তারপর উমরালা যোনা'ক ধরি ফেলে দেইল, তাতে তোলপাড় করা সেই সাগর শান্ত হয়া গেইল।

বক্তা: এতে সেই লোকেরা প্রভুকে খুব ভয় করির ধরিল। উমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে কতগুলা পশু বলি দিলেক আর উয়ার গোড়ত কতগুলা মানত করিল। এদি ফির যোনাক গিলি ফেলেবার বাদে ভগবান এ্যাকটা বড় মাছ ঠিক করি রাখছিলেক। যোনা সেই মাছের পেটত তিনদিন তিন রাইত থাকিল।

যোনার প্রার্থনা

যোনা/ ঘুঘু: "হে প্রভূ , মোর কষ্টের সময় মুই তোক ডাকানু আর তুই মোক উত্তর দিলু। কবরের গভীর থাকি মুই সাহায্যের বাদে ডাক দিনু আর তুই মোর মিনতি শুনলু। তুই মোক গভীর সাগরের তলাত ফেলে দিলু আর মুই স্রোতের মাঝত তলে গেনু; তোর সউগ ঢেউ মোর উপর দিয়া গেইল। মুই কনু, মোক তোর চোখের সামন থাকি দুর করি দিছিস, তাও মুই আরোও তোর সেই পবিত্র ঘরের পাকে চোউখ দেইম। সাগরের জল মোক গ্রাস করি মরনের দুয়ার পর্যন্ত নিয়া গেইল; সাগর মোক ঘিরি ধরিল আর ওর ঘাস মোর মাথাত জড়েয়া গেইলেক। মুই ডুবি যায়া পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত গেনু; কবর সারাজীবনের বাদে মোক আটকে থুইল। কিন্তু হে মোর প্রভু ঈশ্বর, তুই সেঠেকোনা থাকি মোক উঠি আনলু। "হে প্রভু! মোর প্রাণ যেলা যায়- যায় হয়া উঠিছিল, সেলা মুই তোক মনে করিনু, আর মোর পারথনা তোরঠে গ্রহণ হইছিল। যায় অপদার্থ, আর ঐ মূর্তিলার পূজা করে, তায় তোর যে দয়া পাইলেক হয়, সেইটা উমরা অবহেলা করে, কিন্তু মুই ধন্যবাদ করিয়া গান গায়া তোর উদ্দেশ্যেত পশু বলি দেইম। মুই যে মানত করিছু সেইটা পূন্য করিম। উদ্ধার করা প্রভুরেই কাম।

বক্তা: পরে প্রভু একটা মাছক হুকুম দিলেক আর মাছটা যোনা'ক শুকনা ভুইয়ের উপর বমি করি দিল।

বক্তা: পরে ঈশ্বরের বাক্য দ্বিতীয়বার যোনার উপর আসিলেক।

ঈশ্বর কইল, তুই এলা সেই বড় শহর নিনেভে যা, আর মুই তোক যে খবরটা দিম, সেই খবর ঘোষনা করিবু।

বক্তা: ঈশ্বরের কথামতো যোনা নিনেভে গেইল। নিনেভে ছিল খুব বড় এ্যাকটা শহর; ওর এ্যাকপাশ থাকি আর এ্যাকপাশে হাটি যাইতে তিন দিন সময় নাগে। যোনা সেই শহরোত ঢুকি একদিনের পথ গেইল আর এই ঘোষনা করিলেক।

যোনা/ ঘুঘু:: ভাইয়ারা, শোনেন, শোনেন শোনেন! চল্লিশ দিন পর, নিনেভে ধ্বংস হয়া যাইবে। (৩ বার)

জনগণ: কি, হামরা ধ্বংস হয়া যামো? হে ঈশ্বর হামাক তুই মাপ কর, হামরা তোর বিরুদ্ধত পাপ করছি।

বক্তা: সেলা নিনেভের মানষিলা ঈশ্বরের কথাত বিশ্বাস করিল। এইবদে উমরা উপবাস ঘোষনা করিল, আর বড় থাকি ছোট পর্যন্ত সগায় চটের বস্তা পিন্দিলেক। রাজার কাছত সেই খবরটা পৌছানোর পর রাজা সিংহাসন ছাড়ি উঠি উয়ার রাজ পোশাক খুলি ফেলাইল, আর চটের বস্তা পরি ছাইয়ের উপর বসিল। তারপর উয়ায় নিনেভেতে,উয়ার রাজ কর্মচারিগিলাক এই হুকুম ঘোষণা করিল।

রাজা: মুই এই নিনেভের রাজা। মুই তোমারলাকে সগাকে কবার চাও, মানুষ বা পশু, গরু বা ভেড়ার পাল কাহো কোন কিছু না খাউক, উমরা খাবার আর জল না খাউক। মানুষ ও পশু চটির বস্তা পিন্দি থাকুক। সগায় সউগ শক্তি দিয়া ঈশ্বরক ডাকাউক। খারাপ রাস্তা ও সন্ত্রাসের মতন কাম ছাড়ি দেউক। কায় জানে হয়তো, ঈশ্বর উয়ার মন ফিরিয়া জলন্ত রাগ থাকি ফিরিবে। যাতে হামরা ধ্বংস হয়ে না যাই।

বক্তাঃ রাজা যেমন করি কইলেক মানষিলা তেমনে করিলেক। উমরা খারাপ রাস্তা থাকি ফিরিলেক। এইলা য্যেলা ঈশ্বর দেখিলেক সেলা উয়ায় উঁয়ার মন ফিরাইলেক। উয়ায় যে ধ্বংস কইরবে কইছিল, সেইটা করিল না।

যোনা/ ঘুঘু:: “হে প্রভু, মুই দেশত থাকতেই বুঝছু যে, এমনেই হইবে। সেইবাদে তো মুই পোথমে স্পেন পালে যাবার ধরছুনু। মুই জানছুনু যে, তুই দয়াময় ও মমতায় ভরা ঈশ্বর, তুই সহজে রাগ হইস না, তোর অপার দয়ার সীমা নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবার বাদে মন পরিবর্তন করাইস। এলা হে প্রভু, তুই মোর প্রাণ নে, কারণ মোর বাচিঁ থাকার থাকি মরায় ভাল।

বক্তা: ঈশ্বর কইল, তোর রাগ করা কি ঠিক হইছে? স্যেলা যোনা শহরের বায়রাত যায়া পুব পাকে এ্যাকটা জায়গাত চালা বানে ছায়াত বসিল। শহরের কি দশা হয় সেইলা দেখির বাদে অপেক্ষা করির নাগিলেক। স্যেলা প্রভু ঈশ্বর ওটেকোনা এ্যাকটা গাছ বত্তাইলেক। সেই গাছটা বড় হয়া যোনার কষ্ট কমেবার বাদে উয়ার মাথাত ছায়া দিবার ধরিল। এতে যোনা সেই গাছটার বাদে খুব খুশি হইল। কিন্তু পরের দিন ভোরে ঈশ্বর এ্যাকটা পোকা পাঠাইল, সেই পোকাটা গাছটাক কাটি দিলেক আর গাছটা শুকি গেইলেক। য্যেলা বেলা উঠিলেক স্যেলা ঈশ্বর পুবের গরম বাতাস বহাইল; অ্যাতে যোনার মাথায় এ্যামন রোদ নাগিল যে, উয়ায় প্রায় অজ্ঞান হবার মতন হইল। তখন উয়ায় মরিবার চায়া কইল,

যোনা/ ঘুঘু:: “মোর বাচি থাকার থাকি মরায় ভাল”।

বক্তা: কিন্তু ঈশ্বর যোনাক কইল, “ঐ গাছের বাদে রাগ করা কি তোর উচিত হওছে?

যোনা/ ঘুঘু:: “এর কারণ আছে, মুই মরন পর্যন্ত রাগ করি থাকিম।

বক্তা: কিন্তু ভগবান কইলেক, “তুই যদিও এই গাছটার বাদে কোন পরিশ্রম করিস নাই বা এটাকে বড় করিস নাই, তাও গাছটার বাদে তোর মায়া হছে। এইটা তো এ্যাকরাইতের মধ্যে গাজাইছে আর এ্যাকরাইতের মধ্যেতে মরি গেইছে। কিন্তু নিনেভেতে একলক্ষ বিশ হাজারেরও বেশি ছাওয়া আছে যায় জানে না কোনটা ডান হাত আর কোনটা বাম হাত; এছাড়া ম্যেল্লা গরু- ভেড়াও আছে। তাইলে মুই কি করিম? মুই কি এতো বড় শহরের বাদে মায়া করিম না?

বক্তা: ঈশ্বর আসলে দয়ালু, অপরাধ ক্ষমা করির সময় ধৈর্য্য ধরে। চট করি অভিশাপ দেয় না। কিন্তু হামরা মানুষলায় হইনো পাষান, এত কিছুর পরও ঈশ্বরক ধন্যবাদ দেই না। আইসো এলা একটা ধন্যবাদের গান গাই, কেনেনা ঈশ্বর তো হামাক রক্ষা করিছে, যা কিছু দরকার,সউগলায় দেছে।

আর একটা কথা হইলেক, হামারলার মনও হবার পায় যোনা ঘুঘুর মতোন, কিন্তু ঈশ্বর হামারলাক ব্যবহার করির চায়। হামারলার মধ্যে দিয়াও উয়ার আশা পুরন করির চায়। উয়ার হাজারো ছাওয়াছোটলাক বাঁচেবার চায়। কাজেই ঈশ্বরের কথা হামাক শুনিবার লাগিবে। যদি যোনার মতোন হামরা করি তাইলে জীবনত কষ্ট নামি আসিবে। আইসো হামরা সগায় ঈশ্বরের উপরাত নির্ভর হই। ধন্যবাদ